

বাংলাদেশে সড়ক, মহাসড়ক,
রাস্তা বা পথ কিভাবে ব্যবহার
করবেন?

সৈয়দ জাকির হোসেন
(সংকলিত)



“ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী ও
বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী তে নতুন
প্রজন্মের জন্য উপহার।”

ভূমিকা

মূলত স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী শিশু ও কিশোর দের জন্য (সংক্ষেপিত) এই সংকলনটি ।

আমি সড়ক বিশেষজ্ঞ নই। একজন পথচারী হিসেবে এবং সাইকেল, গাড়ি ও মোটর সাইকেল দীর্ঘদিন চালাতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে । তাই শেয়ার করা । আমার মনে হয়েছে শিশু ও কিশোর দের জীবনের শুরুতেই যদি রাস্তা বা পথ কিভাবে ব্যবহার করবে সেই ধারণা অর্থাৎ রোড সেন্স ডেভেলপ করে দেয়া যায় । তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা যাবে । আলাদা অনুচ্ছেদে অভিভাবক দের জন্য দুটি কথা বলেছি।

মুদ্রন ত্রুটি কারও চোখে পড়লে, বা মতামত জানাতে সবার প্রতি সাদর আমন্ত্রণ রইল।
সৈয়দ জাকির হোসেন

২২ ডিসেম্বর ২০২১ । বরিশাল, বাংলাদেশ।

আপনি পথচারী বা কোন বাহনের

চালক হলে, রাস্তা সেটা যে

ধরনেরই রাস্তাই হোক না কেন, তা

দিয়ে চলাচলের সময় যে সাধারণ

নিয়মগুলি জানতে ও মানতে হয়

সেগুলো এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান
থেকে সচেতন হই তাহলে হয়তো
আমাদের সড়ক নিরাপদ হবে ।
নিজে সচেতন থাকি এবং অন্যকে
সচেতন করে তুলি।

সড়কে চলাচলের সময় আপনি
নিজে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন।
আশেপাশে দৃষ্টি রাখতে হবে কারন
অন্যলোকের ভুলের কারনেও যেন
আপনি আঘাত প্রাপ্ত না হন ।

তড়াতাড়ি যাবার চেষ্টার ফলে

বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাই অতি দ্রুতগতিতে

কোন বাহন চালানো যাবেনা।

রাস্তা অতিক্রম এর সময় আগে
থামতে হবে। এরপর রাস্তার ডানে
তারপর বামে তারপর আবার
ডানে দেখে রাস্তা ফাকা হলে রাস্তা
অতিক্রম করবেন।

প্রয়োজনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করুন ।

আহত হয়ে হাসপাতালে যাবার চাইতে ,
নিজ গন্তব্যে আন্তে আন্তে যাওয়া
উত্তম।

প্রয়োজনে ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য
নিন।

রাস্তা অতিক্রম কালে রাস্তার মধ্যে
হঠাৎ করে দৌড় দেবেন না।

তাতে অন্য বাহনের চালক নিয়ন্ত্রণ
হারান ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।

শিশুদের হাত অবশ্যই ধরে

থাকবেন । রাস্তা অতিক্রম এর

সময় বা রাস্তায় চলার সময় শিশুরা

হঠাৎ হঠাৎ যেকোনো দিকে দৌড়

দেয় যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারন ।

সব সময় রাস্তার বাম দিক

দিয়ে চলুন ।

ফুট পাথ ব্যবহার করুন।

বাম দিকের ফুট পাথ দিয়ে হাঁটুন ।

সরু রাস্তায় দুই, তিন বা একাধিক
ব্যক্তি পাশাপাশি রাস্তা ব্লক করে
হাটবেন না, অপর দিক থেকে
আগত বাহন বা ব্যক্তির চলাচলের
বাধা না হন তা খেয়াল করুন।

উল্টো পথে হাটা ও গাড়ি বা যে
কোন বাহন উল্টো পথে চালানো
একটি অপরাধ এবং সড়ক
দুর্ঘটনার অন্যতম কারন ।

উল্টো পথে হাটা ও গাড়ি বা যে
কোন বাহন উল্টো পথে চালানো

যাবেনা।

চলমান মোটর সাইকেল , রিক্সা ,
অটো, গাড়ি, বাস বা যে কোন বাহন
থেকে বাইরে থুথু, সিগারেট, পানের
পিক , পানের চুন ফেলা যাবে না।

আপনার গায়ে পড়লে কেমন
লাগবে ?

আপনার ফেলা থুথু, সিগারেট,
পানের পিক, পানের চুন আপনার
পেছনের রিক্সা বা মোটর সাইকেল
চালকের চোখে যায়। পেছনের রিক্সা
বা মোটর সাইকেল চালক নিয়ন্ত্রণ
হারান ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।

রাস্তায় বাহনের অপেক্ষায় আছেন ,

রাস্তার পাশে দাড়িয়ে আছেন ,

খেয়াল করুন রাস্তার সংযোগ স্থলে

সংযোগ সড়ক এর মুখ আটকে

দাড়িয়েছেন কিনা ?



রাস্তার সংযোগ স্থলে
সংযোগ সড়ক এর
মুখ আটকে দাঁড়াবেন না ।

আপনি চলমান মোটর সাইকেল ,
রিক্সা , অটো, গাড়ি, বাস বা যে কোন
বাহন চালাবার সময় গতি আপনার
নিয়ন্ত্রণে রাখুন । ব্রেক ব্যবহার
করুন ।

অন্যকে আগে যেতে দিন।
যে কোন ধরনের যানবাহন
দ্রুতগতিতে চালানো সড়কে
দুর্ঘটনার অন্যতম কারন।

মোটর সাইকেল , রিক্সা , অটো, গাড়ি,
বাস বা যে কোন বাহন রাস্তায় চালাবার
আগে পরিষ্কা করুন ব্রেক , হর্ন ,
সিগন্যাল লাইট, চাকার হাওয়া, তেল,
মবিল ,রিয়ার ভিউ মিরর সব ঠিক
ভাবে কাজ করছে কিনা ।

ট্রাফিক সংকেত ও সাইন গুলোর
অর্থ জানুন ও
মেনে চলুন।

আমরা এখন কিছু বহুল ব্যবহৃত
ট্রাফিক সংকেত ও সাইন গুলোর
অর্থ দেখব।

সামনে স্কুল, গতি কমান, আন্তে চলুন।



পথচারী পারাপার । গতি কমান, আন্তে চলুন।

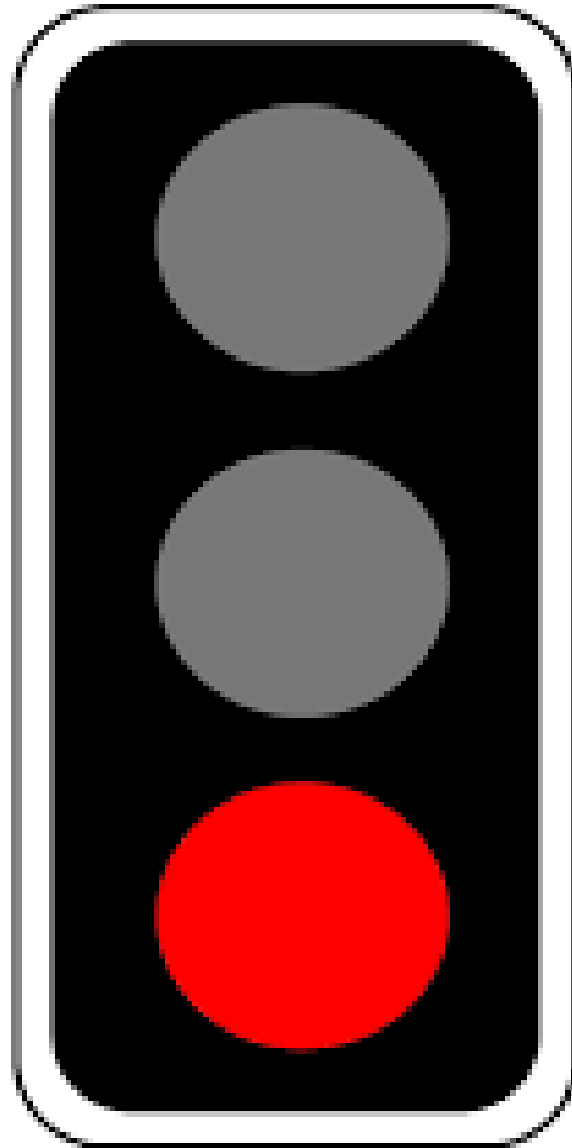


পথচারী পারাপার

GO DIG



লাল বাতি জ্বলার মানে, থামতেই হবে।



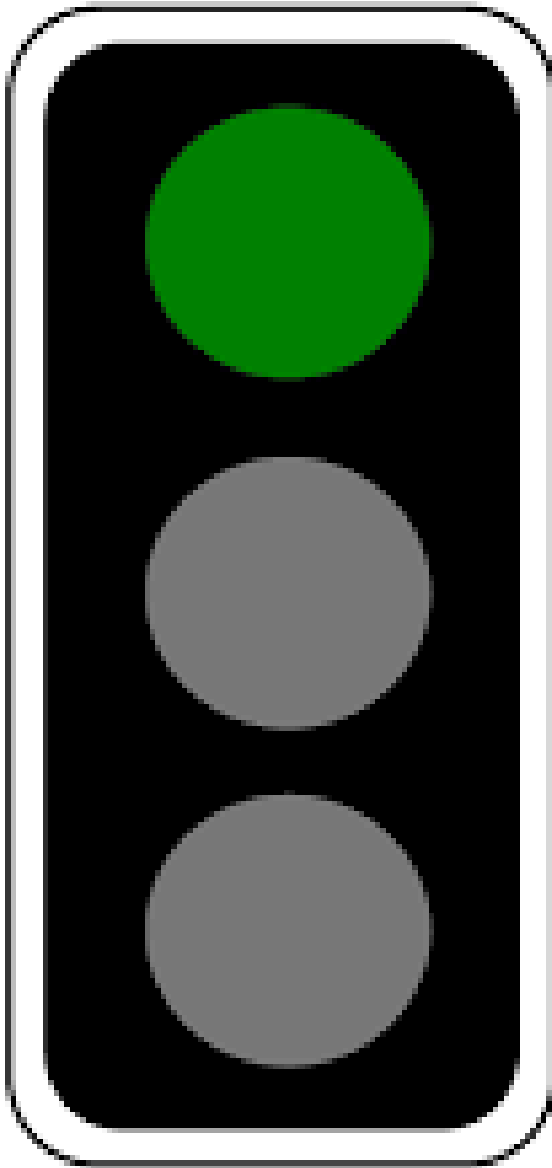
RED PHASE

**RED MEANS THAT
YOU SHOULD 'STOP'
AND WAIT BEHIND
THE STOP LINE ON
THE CARRIAGEWAY**

হলুদ বাতি জ্বলার মানে, অতি ধীরে।



সবুজ বাতি জ্বলার মানে - চলুন।



GREEN PHASE

**GREEN MEANS THAT
YOU SHOULD MOVE IF
THE ROAD IS FREE
AND CLEAR**

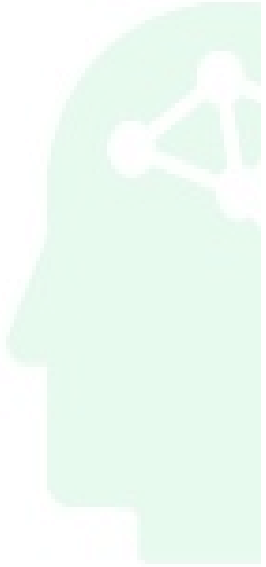


ডানে বাক, ডানে মোর। গতি কমান, আশ্তে চলুন।



ডানে বাঁক

বামে বাক, বামে মোর। গতি কমান, আন্তে চলুন।



সামনে বামে মোড়

ডানে ডবল বাক । গতি কমান, আশ্তে চলুন।



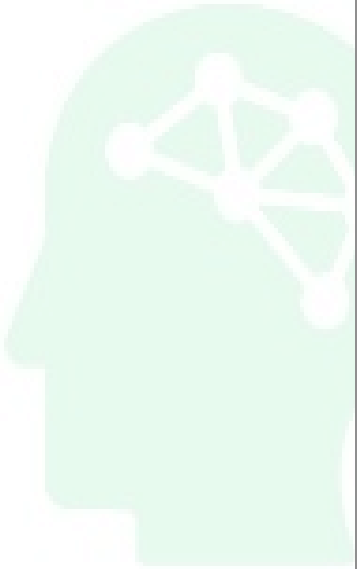
ডানে ডবল বাঁক

বামে ডবল বাক । গতি কমান, আশ্তে চলুন।



বামে ডবল বাঁক

সামনে হাসপাতাল। হর্ন বাজানো নিষেধ ।



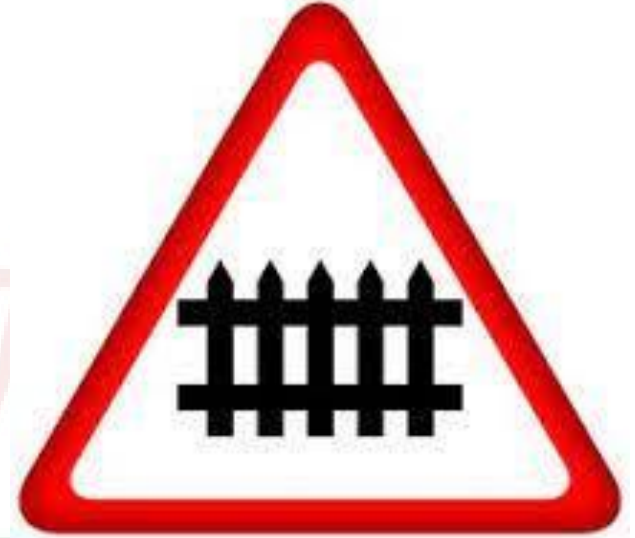
AY

AL

সামনে ফেরিঘাট, খেয়াঘাট। গতি কমান,
আস্তে চলুন।



সামনে রেলগেট। গতি কমান, আন্সে চলুন।



সামনে রেলগেট বিহীন রেল ক্রসিং ।



ডান দিক ঘেসে চলুন।



বাম দিক ঘেসে চলুন।



ডানে মোড় নিষেধ।



ডানে মোড় নিষেধ

ইউ টার্ন নিষেধ।



by



ইউটার্ন নিষেধ

বামে মোড় নিষেধ।



বামে মোড় নিষেধ

ওভার টেকিং নিষেধ।



ওভারটেকিং নিষেধ



সব ধরনের যানবাহন প্রবেশ নিষেধ।

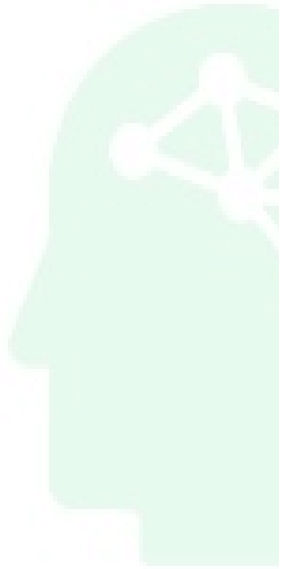


প্রবেশ নিষেধ

হর্ন বাজানো নিষেধ।



পার্কিং নিষেধ।



মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষেধ।



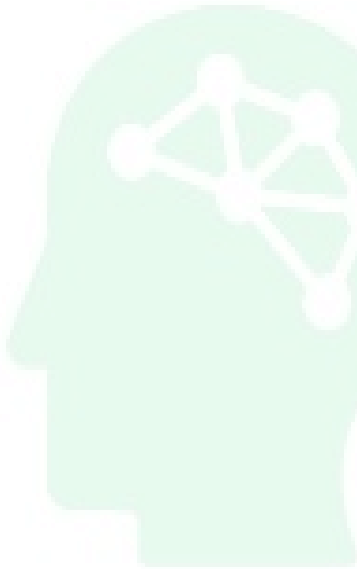
AY

AL

একদিকে চলাচলের রাস্তা ।



সামনের দিকে চলুন।



4U

4L

সামনের দিকে চলুন

সর্ব নিম্ন গতিসীমা



4U

4L

সর্ব নিম্ন গতিসীমা

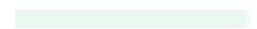
টি জংসন বা তিন রাস্তার সংযোগ স্থল



চৌরাস্তা



y



পার্শ্ব রাস্তা ডানে





চৌরাস্তা



বাম দিকে পার্শ্বাস্তা



ডান দিকে পার্শ্বাস্তা



খিগজাগ জংশন



টি জংশন



ওয়াই জংশন

আঁকাবাকা রাস্তা ।



CURVY ROAD



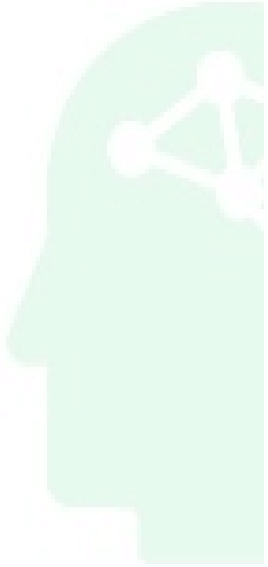
সাইকেল চলবে।



সাইকেল চলবে

মটর সাইকেল চালানো নিষেধ।





গোল চত্বর: এখানে ঘুরতে হবে

(DIRECTION OF TEMPORARY DIVERSION)

সাময়িক বিকল্প সড়কের নির্দেশনা



এই সাইনটি শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত
বিকল্প রাস্তা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়।
এটি বিকল্প রাস্তার শুরুতে এবং বিকল্প
রাস্তা বরাবর জংশনে ব্যবহৃত হয়।

4U

4L



ওভারটেকিং নিষেধ



প্রবেশ নিষেধ



ইউটার্ন নিষেধ



ডানে মোড় নিষেধ



বামে মোড় নিষেধ



ডানে বাঁক



বামে বাঁক



ডানে ডবল বাঁক



বামে ডবল বাঁক



সাইকেল চলবে



পথচারী পারাপার





থামুন



রাস্তাদিন



সব ধরনের গাড়ি প্রবেশ
নিষেধ



মোটরযান চলাচল/প্রবেশ
নিষেধ



ট্রাক চলাচল/প্রবেশ নিষেধ



ঠেলাগাড়ি চলাচল নিষেধ



পশুবাহিত যান চলাচল
নিষেধ



পথচারী চলাচল নিষেধ



রিকশা চলাচল নিষেধ



সাইকেল চলাচল নিষেধ



ট্রাক্টর অথবা ধীরগতির
মোটরযান চলাচল নিষেধ



বিস্ফোরকপ্রবাহী
মোটরযান চলাচল নিষেধ



প্রদর্শিত মাপের বেশি
দৈর্ঘ্যের মোটরযান চলাচল/
প্রবেশ নিষেধ



প্রদর্শিত মাপের বেশি
উচ্চতার মোটরযান
চলাচল/প্রবেশ নিষেধ



প্রদর্শিত মাপের বেশি
প্রশস্ত মোটরযান চলাচল/
প্রবেশ নিষেধ



প্রদর্শিত ওজনের বেশি
বোঝাইকৃত ওজনের
মোটরযান চলাচল নিষেধ
(দুর্বল সেতু)



প্রদর্শিত ওজনের বেশি
এক্সেল ওজনের মোটরযান
চলাচল নিষেধ



পার্কিং নিষেধ



থামানো নিষেধ



ওভারটেকিং নিষেধ



না খেমে অতিক্রম করা/
চলা নিষেধ



ডানদিকে মোড়/টার্ন
নেওয়া নিষেধ



বামদিকে মোড়/টার্ন নেওয়া
নিষেধ



ইউটার্ন নেওয়া নিষেধ



হর্ন বাজানো নিষেধ



বিশেষ গতিসীমা বা সর্বোচ্চ
গতিসীমা (এখানে ৪০ কি.মি
দেখানো হয়েছে)



পূর্বের সর্বোচ্চ গতিসীমার
বাধা নিষেধ শেষ এবং
জাতীয় গতিসীমা শুরু



সাময়িক থামার চিহ্ন

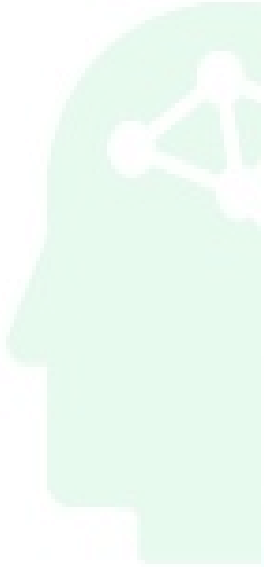


সাময়িক চলাচলের চিহ্ন



গতিসীমা বাতীত অন্যান্য
বাধা নিষেধ শেষ

সামনে গতিরোধক, গতি কমান, আন্তে চলুন।



পরবর্তী ভার্শন আরও তথ্য বহুল করার চেষ্টা থাকবে। ধন্যবাদ।

অভিভাবকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ

আপনার তরুণ বা কিশোর বয়সী সন্তানকে
মোটর সাইকেল কিনে দেয়ার আগে নিজ
দায়িত্বে তাঁকে মোটর সাইকেল চালানো
প্রশিক্ষণ গ্রহন ও লাইসেন্স নেবার ব্যবস্থা
নিশ্চিত করুন ।

আপনার তরুণ বা কিশোর বয়সী সন্তানকে
মোটর সাইকেল কিনে দেয়ার আগে তাঁর ও অন্য
পথচারীর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে যেইসব নিয়ম
জানতে ও মানতে হবে সেই নিয়ম গুলো তাঁকে
জানতে ও মানতে বাধ্য করুন।

বাংলাদেশের রাস্তা গুলি বিশেষ করে
মোটর সাইকেল এর রেস খেলার
জায়গা বা রেসিং ট্র্যাক নয় ।

রাস্তায় একে বেকে এবং ফুলস্পিডে

বাইক চালানো কোনও কৃতিত্বের
কাজ নয়, বরং নিজের ও অন্যের

মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ঝুঁকি বাড়ায়।

সেটা যেন সে কখনই না করে।

মোটর সাইকেল এর লুकिং গ্লাস
খুলে রাখা এক্সিডেন্ট এর অন্যতম
কারণ। এটা স্মার্টনেস নয় বরং,
বোকামি ও অপরাধ। বাস্তব জীবন
সিনেমা নয়।

ট্রাফিক সংকেত ও রোড সাইন এর
অর্থ জানুন ও মেনে চলুন।

GO DIGITAL

জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার পর ৮ অক্টোবর,
২০১৮ এ **সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮** এর
গেজেট প্রকাশ হয়।

সড়কে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালালে বা
প্রতিযোগিতা করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে তিন
বছরের কারাদণ্ড অথবা তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড
বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ট্রাফিক সংকেত মেনে না চললে
এক মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত
করা হবে।

সঠিক স্থানে মোটর যান পার্কিং না
করলে বা নির্ধারিত স্থানে যাত্রী বা
পণ্য ওঠানামা না করলে পাঁচ হাজার
টাকা জরিমানা করা হবে।

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল
ফোনে কথা বললে এক মাসের
করাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা
জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

গাড়ি চালানোর জন্য বয়স অন্তত
১৮ বছর হতে হবে। এই বিধান
আগেও ছিল।

হেলমেট না পরলে জরিমানা ২০০
টাকা থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১০
হাজার টাকা করা হয়েছে।

সিটবেল্ট না বাঁধলে, মোবাইল
ফোনে কথা বললে চালকের সর্বোচ্চ
৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে
হবে।

সংরক্ষিত আসনে অন্য কোনও
যাত্রী বসলে এক মাসের কারাদণ্ড,
অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা
হয়েছে।

বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গবেষণা বলছে,
দেশে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে ১২,০০০
মানুষ নিহত ও ৩৫,০০০ আহত হন।
নতুন এই আইন হয়তো মানুষকে আরো বেশি
সচেতন করতে বাধ্য করবে।

আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান
থেকে সচেতন হই তাহলে হয়তো
আমাদের সড়ক পরিবহন আইন
২০১৯ এর সাজার সম্মুখীন হতে
হবে না। নিজে সচেতন থাকি এবং
অন্যকে সচেতন করে তুলি।

নতুন আইনের উল্লেখযোগ্য ২০টি বিধান:

ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যাতিত

মোটরযান চালানো হলে ছয় মাসের

জেল বা ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত করা হবে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, প্রত্যাহার
বা বাতিল করার পরেও যদি কেউ
মোটরযান চালায় তবে তাকে ৩
মাসের কারাদণ্ড, বা ২৫ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত
করা হবে।

কর্তৃপক্ষ ব্যতিত ড্রাইভিং লাইসেন্স

প্রস্তুত, প্রদান বা নবায়ন করা

হলে ছয় মাস থেকে দুই বছরের

কারাদণ্ড অথবা এক লাখ থেকে

GO DIGITAL

পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেয়া হবে বা

উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত, প্রত্যাহার
বা বাতিল করার পরেও যদি কেউ
মোটরযান চালায় তাহলে ৩ মাসের
কারাদণ্ড অথবা ২৫ হাজার টাকা
অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা
হবে।

রেজিস্ট্রেশন ব্যতিত মোটরযান
চালানো হলে ৬ মাসের কারাদণ্ড, বা
৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়
দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ফিটনেসবিহীন মোটরযান চালালে
ছয় মাসের কারাদণ্ড বা ২৫ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত
করা হবে।

রুট পারমিট ছাড়া মোটরযান

চালালে ৩ মাস কারাদণ্ড, বা ২০

হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে

দণ্ডিত করা হবে।

মোটরযানের বাণিজ্যিক ব্যবহার সংক্রান্ত
বিধিনিষেধ অমান্য করলে ৩ মাস কারাদণ্ড, বা
২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত
করা হবে এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত
হিসাবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট কর্তন করা হবে।

গনপরিবহণে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলে ১
মাস কারাদণ্ড, বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা
উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং চালকের
ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট
কর্তন করা হবে।

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোন
মোটরযানের কারিগরি বিধিনির্দেশ অমান্য
করা হলে ১- ৩ বছরের কারাদণ্ড, বা ৩ লক্ষ
টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা
হবে।

ট্রাফিক সাইন বা সংকেত অমান্য করা হলে
১ মাস কারাদণ্ড, বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা
উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং চালকের
ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ পয়েন্ট
কর্তন করা হবে।

মোটরযানে অতিরিক্ত ওজন বহন
করলে ১ বছর কারাদণ্ড, বা ১ লক্ষ
টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত
করা হবে এবং চালকের ক্ষেত্রে,
অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ২
পয়েন্ট কর্তন করা হবে।

মোটরযান চালানোর সময় মোবাইল
ফোনে কথা বললে ১ মাসের
করাদণ্ড বা ২৫ হাজার টাকা
অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

সঠিক স্থানে মোটর যান পার্কিং না
করলে বা নির্ধারিত স্থানে যাত্রী বা
পণ্য ওঠানামা না করলে ৫ হাজার
টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

মোটরযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান
লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড বা ১০
হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা
হবে। চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে
দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কাটা হবে।

নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত শব্দ বা হর্ন
বাজালে সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১
(এক) পয়েন্ট কাটা হবে।

ইচ্ছাকৃত গাড়ি চালিয়ে মানুষ হত্যা
করলে ৩০২ ধারা অনুযায়ী
মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো বা প্রতিযোগিতা
করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে ৩ বছরের কারাদণ্ড
অথবা ৩ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে
দণ্ডিত করা হবে। আদালত অর্থদণ্ডের সম্পূর্ণ বা
অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেয়ার নির্দেশ
দিতে পারবে।

মোটরযান দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি
গুরুতর আহত বা প্রাণহানি হলে
চালকের শাস্তি রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ
৫ বছরের জেল ও সর্বোচ্চ ৫ লাখ
টাকা জরিমানা।

আইন অনুযায়ী ড্রাইভিং লাইসেন্স

পেতে চালককে ৮ম শ্রেণী পাস

এবং চালকের সহকারীকে ৫ম শ্রেণী

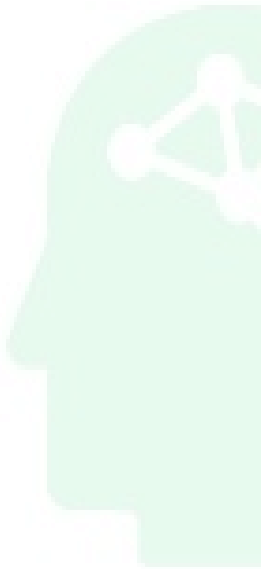
পাস হতে হবে। আগের আইনে

শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন প্রয়োজন

ছিল না।

ইতিমধ্যেই কার্যকর হওয়া এই
'সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮'
বাস্তবায়ন করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট
মহল কাজ করে যাচ্ছে।

Thank You



SOFT RAY

GO DIGITAL



inspirayhan@gmail.com